দৈনিক সংবাদ

তারিখ 07 AUG 1986

পৃষ্ঠা ... 10 ... কলাম ... 4 ...

টাঙ্গাইল জেলার ৫শ' ৫৭টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন

টাঙ্গাইল, ৫ই আগষ্ট (নিজস্ব সংবাদদাতা) ।-- বিশ্বব্যাংকের সাহায্যে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের অধীনে টাঙ্গাইল জেলায় ৫শ' ৫৭টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এর মধ্যে ৩শ' ২টি বিদ্যালয়ে নতুন ভবন নির্মাণ এবং ২শ' ৫৫টি বিদ্যালয়ে এককক্ষ সম্প্রসারণ ও মেরামত কাজ করা হয়।

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের অধীনে টাঙ্গাইলসহ দেশের ৭টি জেলার ৪২টি উপজেলায় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন কাজ করা হয়। টাঙ্গাইল ছাড়া অন্যান্য জেলাগুলো হলো গাইবান্ধা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, সিলেট, পটুয়াখালী, ফরিদপুর ও চুয়াডাঙ্গা। এই প্রকল্পের অধীনে টাঙ্গাইলের ৮টি উপজেলা অন্তর্ভুক্ত ছিলো। ১৯৮১ সাল থেকে প্রকল্পের কাজ শুরু হয়।

টাঙ্গাইল জেলার যে ৮টি উপজেলা এ প্রকল্পের অধীনে নেয়া হয় সেগুলো হলো--মীর্জাপুর, দেলদুয়ার, টাঙ্গাইল সদর, বাসাইল, কালীহাতি, মধুপুর, ঘাটাইল ও গোপালপুর। ১৯৮১-৮২ থেকে ১৯৮৪-৮৫ সন নাগাদ এ প্রকল্পের অধীনে ৮টি উপজেলার ৩শ' ১৩টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নতুন ভবন নির্মাণের কর্মসূচী গৃহীত হয়। এরমধ্যে ৩শ' ২টি বিদ্যালয় ভবনের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। বাকী ১১টি বিদ্যালয় ভবনের নির্মাণ কাজ সমাপ্তির পথে রয়েছে বলে শিক্ষা বিভাগের ফ্যাসিলিটি বিভাগ সূত্রে জানা গেছে।

গত অর্থবছরে জেলার ৮টি উপজেলার ৩শ' ৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এককক্ষ সম্প্রসারণ, সেনিটারী পায়খানা নির্মাণ ও পুরানো বিদ্যালয় গৃহ মেরামতের কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়। ইতিমধ্যেই ২শ' ৫৫টি বিদ্যালয়ের এক কক্ষ সম্প্রসারণ, ল্যাট্রিন নির্মাণ ও মেরামত কাজ শেষ হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় সূত্র জানান, বাকী ১শ' ১টি বিদ্যালয়ের কাজ দ্রুত সমাপ্তির পর্যায়ে রয়েছে।

এ প্রকল্পের অধীনে এ নাগাদ ৮টি উপজেলায় সকল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সর্বমোট ২২ হাজার ১শ' ১৬ জোড়া বেঞ্চ, ১ হাজার ৪শ' ৬০টি চেয়ার, ১ হাজার ৪শ' ৩৫টি টেবিল ও ২শ' ৮২টি ষ্টীলের আলমারী সরবরাহ করা হয় বলে শিক্ষা দফতরের ফ্যাসিলিটি বিভাগ সূত্র জানান। প্রকল্পের অধীনে এখনও যে ১১টি নতুন ভবন নির্মাণ এবং ১শ' ১টি বিদ্যালয়ের এককক্ষ সম্প্রসারণ, সেনিটারী পায়খানা নির্মাণ ও মেরামত কাজ শেষ হতে বিলম্ব হচ্ছে। তার কারণ সম্পর্কে জানতে চাইলে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়সমূহের কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদারদের পক্ষ থেকে বলা হয় প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিদ্যালয়সমূহে নির্মাণ সামগ্রী পরিবহণে অসুবিধা ও কয়েকটি বিদ্যালয় এলাকায় কিছু নির্মাণ সামগ্রী চুরি হওয়ায় কাজ শেষ হতে বিলম্ব হচ্ছে। অবশ্য তারা আশা প্রকাশ করে বলেন, খুব শিগগিরই প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ শেষ হয়ে যাবে। দীর্ঘদিন আগে কিছু সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় থানার শিক্ষা বিভাগীয় কর্তা এবং বিদ্যালয় কমিটির যৌথ ব্যবস্থাপনায় নির্মিত হয়। এগুলোর মধ্যে ৫০টির'ও বেশী বিদ্যালয় ভবনের ছাদ ফেটে গেছে। বৃষ্টি হলে ছাদ চুঁইয়ে পানি পড়ে। যে কোন মুহূর্তে এগুলো ধসে পড়ে বড় ধরনের দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে বলে আশংকা প্রকাশ করা হয়েছে। এই বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন সম্পর্কে জানাতে চাইলে শিক্ষা দফতরের ফ্যাসিলিটি বিভাগের সহকারী প্রকৌশলীর কার্যালয় থেকে জানানো হয়, ছাদ ধসে পড়ার আশংকা আছে এমনসব বিদ্যালয় ভবনের জরিপ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বলা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে খুব শিগগিরই এসব বিদ্যালয়ের উন্নয়ন কাজ হাতে নেয়া হবে।